অলংকার:

আচার্য বামন অলংকার শব্দের দু-প্রকার ব্যুৎপত্তি করেছেন।

i) ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন অলংকার (অলংকৃতিরলংকারঃ : অলংকরণং হি অলংকার)

ii) করণবাচ্যে (অলংক্রিয়তে অনেন
যার দ্বারা অলংকৃত হয়)

প্রথমটি সামান্য বা সার্বিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, এর দ্বারা কাব্যের যে কোন প্রকার শোভাকে বোঝায়।

দ্বিতীয়টি ব্যবহৃত হয় বিশেষ অর্থে, এর দ্বারা উপমা রূপক ইত্যাদি পারিভাষিক অলংকার সমূহকে বোঝায়।

— x —

যমক →

সত্যর্থে পৃথগর্থায়াঃ স্বরব্যঞ্জনসংহতেঃ।
ক্রমেণ তেনৈবাবৃত্তির্যমকং বিনিগদ্যতে ॥

→ স্বরবর্ণসহ একাধিক ব্যঞ্জনবর্ণ সার্থক ও নিরর্থকভাবে নির্দিষ্টক্রমে আবৃত্তি হলে যমক অলংকার হয়।

নবপলাশ-পলাশবনং পুরঃ স্ফুটপরাগপরাগতপঙ্কজম্।
মৃদুলতান্তলতান্তমলোকয়ৎ স সুরভিং সুরভিং সুমনোহরৈঃ।

— এখানে প্রথম পলাশ এবং দ্বিতীয় পলাশের অর্থ হয়। প্রথম পরাগ অর্থযুক্ত দ্বিতীয় পরাগ আসলে পরাগত-এর অংশবিশেষ, লতান্ত লতান্ত ও প্রথম লতান্ত মৃদুল-তান্ত শব্দের অংশ বলে নিরর্থক দ্বিতীয় লতান্ত অর্থযুক্ত, তেমনি দুটি সুরভিই অর্থযুক্ত।

অর্থালংকার

১) **বিভাবনা** →

কারণ ছাড়া কার্যের উৎপত্তি হলে বিভাবনা অলংকার হয়। বিশ্বনাথ এর লক্ষণে বলেছেন →

"বিভাবনা বিনা হেতুং কার্যোৎপত্তির্যদুচ্যতে।"

মম্মট কৃত লক্ষণ হল → "ক্রিয়ায়াঃ প্রতিষেধেঽপি ফলব্যক্তির্বিভাবনা।" অর্থাৎ হেতুরূপ ক্রিয়ার নিষেধ হলেও যেখানে কার্যের প্রতিপাদন হয় তা বিভাবনা। যথা →

"অনায়াসকৃশং মধ্যমশঙ্কিতরলে দৃশৌ।
অভূষণমনোহারি বপুর্বয়সি সুভ্রুবঃ।।"

বয়সে (যৌবনে) সুভ্রু এই রমনীর কটিদেশ বিনা পরিশ্রমেই কৃশ, নেত্র দ্বয় ভয়ব্যতীতই চঞ্চল এবং দেহটি বিনা অলংকারেই মনোহর হইয়াছে।

---

২) **বিশেষোক্তিঃ** →

প্রসিদ্ধ কারণ থাকলেও কার্যের উৎপত্তি না হলে বিশেষোক্তি অলংকার হবে। বিশ্বনাথ এর লক্ষণে বলেছেন —

"সতি হেতৌ ফলাভাবে বিশেষোক্তিঃ"

উদাহরণ → "ধনিনোঽপি নিরুন্মাদা যুবানোঽপি ন চঞ্চলাঃ।
প্রভবোঽপ্যপ্রমত্তাস্তে মহামহিমশালিনঃ।।"

সেই মহামহিমশালী লোকেরা ধনী হয়েও নিরুন্মাদ বা উন্মত্ততাহীন, যুবক হয়েও অচঞ্চল, প্রভুত্বশক্তিসম্পন্ন হইয়াও অপ্রমত্ত।

সুতরাং কারণ সত্ত্বেও কার্যের অভাব। অতএব বিশেষোক্তি অলংকার হয়েছে।

3) **অর্থান্তরন্যাস:** একটি অর্থকে অপর অর্থ দিয়ে সমর্থন করলে অর্থান্তরন্যাস অলংকার হয়। সম্রাট এর লক্ষণে বলেছেন

সামান্যং বা বিশেষো বা তদন্যেন সমর্থ্যতে।
যত্তু সোঽর্থান্তরন্যাসঃ সাধর্ম্যেণেতরেণ বা॥

অর্থাৎ সাধর্ম্যের দ্বারা বা বৈধর্ম্যের দ্বারা সামান্য যদি বিশেষের দ্বারা অথবা বিশেষ সামান্যের দ্বারা সমর্থিত হয়, তবে তা অর্থান্তরন্যাস হয়। যথা -

বিশেষের দ্বারা সামান্যের সমর্থন:

নিজদোষাবৃতমনসামতিসুন্দরমেব ভাতি বিপরীতম্,
পশ্যতি পিত্তোপহতঃ শশিশুভ্রং শঙ্খমপি পীতম্,

অর্থাৎ নিজের দোষে যার মন আচ্ছাদিত তার কাছে অতিসুন্দরও বিপরীত দেখায়। পিত্তরোগী শশিশুভ্র শঙ্খকেও হলুদ দেখে।

এখানে প্রথম অংশে সামান্য দ্বিতীয় অংশে বিশেষের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে।

আ পরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ॥

শ্লেষ → যেখানে একই বাক্যে অনেকার্থতা থাকে তা শ্লেষ অলংকার, এর লক্ষণে বিশ্বনাথ বলেছেন → শব্দৈঃ স্বভাবাদেকার্থৈঃ শ্লেষোঽনেকার্থবাচনম্। অর্থাৎ স্বাভাবিক অভিধার শক্তিকে আশ্রয় করে একটি মাত্র অর্থ প্রতিপাদক শব্দের দ্বারা যদি রূঢ়ি পরিবেশ প্রভৃতির সাহায্যে অপর অর্থের প্রতিপাদন হয় তা হলে শ্লেষ অলংকার হবে।

যথা:- "প্রবর্তয়ন্ ক্রিয়াঃ সাধ্বী মালিন্যং হরিতাং হরন্ ।
মহসা ভূয়সা দীপ্তো বিরাজতি বিভাকরঃ ॥"

অর্থাৎ বিভাকর (রাজা) মঙ্গলকর কর্মের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশ্য দিকের (অবস্থা হেতু) মালিন্যকে দূর করিয়া প্রভূত প্রভাবে বিরাজ করিতেছেন।

এখানে বিভাকর শব্দটি শ্লিষ্ট। অভিধার নিয়ন্ত্রণ না থাকায় বিভাকর শব্দটি সূর্য ও রাজা দুই ই বোঝায়। ফলে এক্ষেত্রে শ্লেষ অলংকার হয়েছে।

অনন্বয়:

একই পদার্থ যদি যুগপৎ উপমান ও উপমেয় রূপে কল্পিত হয় তাহলে অনন্বয় অলংকার হয়। এর লক্ষণে বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন —

"উপমানোপমেয়ত্বম্ একস্যৈব তু অনন্বয়।"

যথা → "রাজীবমিব রাজীবং জলং জলমিবাজনি।
চন্দ্রশ্চন্দ্র ইবাতন্দ্রঃ শরৎ সমুদয়োদ্যমে ॥"

অর্থাৎ শরতের আগমন হওয়ায় পদ্মটি পদ্মের মতো, জল জলের মতো এবং চন্দ্র চন্দ্রের মতো শোভা পাচ্ছে।

উপমেয়োপমা :

উপমেয়ের উৎকর্ষ বোঝানোর জন্য উপমান ও উপমেয় পর্যায়ক্রমে স্থান পরিবর্তন করলে অর্থাৎ পূর্বে যেটি উপমান পরে সেটি উপমেয় এবং পূর্বে যেটি উপমেয় পরবাক্যে তা উপমান হলে উপমেয়োপমা হয়। বিশ্বনাথ এর লক্ষণে বলেছেন —

"পর্যায়েণ দ্বয়োরেতদুপমেয়োপমা মতা।"

মম্মট বলেছেন → 'বিপর্যাসঃ উপমেয়োপমা তয়োঃ।'

যথা →

কমলেব মতি মতিরিব কমলা
তনুরিব বিভা বিভেব তনুঃ।
ধরণীব ধৃতি ধৃতিরিব ধরণী
সততং বিভাতি বত যস্য॥

অর্থাৎ লক্ষ্মীর মতো মতি, মতির মতো লক্ষ্মী, দেহের মত কান্তি, কান্তির মত দেহ, ধরণীর মত ধৈর্য, ধৈর্যের মত ধরণী যার সর্বদা।

প্রতিবস্তূপমা →

একটি সামান্য যখন দুইভাবে দুটি বাক্যে উপস্থিত থাকে তখন তা প্রতিবস্তূপমা। এর লক্ষণে মম্মট বলেছেন —

'সামান্যস্য দ্বিরেকস্য যত্র বাক্যদ্বয়ে স্থিতিঃ'।

এক্ষেত্রে উপমেয় ও উপমান দুইটি পৃথক ও স্বাধীন বাক্যে থাকবে, একটি বাক্যে কখনোই প্রতিবস্তূপমা অলংকার হয় না। যে বাক্যে উপমেয় থাকবে আর যে বাক্যে উপমান থাকবে উভয়ক্ষেত্রেই সাধারণ ধর্মের উল্লেখ থাকবে, সাধারণ ধর্ম একই ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত অর্থাৎ বস্তুপ্রতিবস্তুভাবযুক্ত। এক্ষেত্রে তুলনা বাচক ইবাদি শব্দ কখনই থাকবে না। যথা -

মানুষীষু কথং বা স্যাদস্য রূপস্য সম্ভবঃ
ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ"।

মানবীতে এই রূপের সৃষ্টি কিভাবে সম্ভব? বিদ্যুতের ছটা মাটি থেকে ওঠে না।